যুগান্তর

তারিখ: 22 DEC 2008
পৃষ্ঠা: ১৬ কলাম: ৪

দাখিল ও আলিমে ইংরেজি বাংলায় ২০০ নম্বরের কোর্স

চালু হচ্ছে ২০১১ সালে

যুগান্তর রিপোর্ট .

২০১১ সাল থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল ও আলিম পর্যায়ে বাংলা এবং ইংরেজিতে দুশ' নম্বরের কোর্স চালু করা হচ্ছে। রোববার বোর্ডে শিক্ষাবিদদের এক সভায় ওই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় দেশের বিভিন্ন স্থানের দাখিল ও আলিম পর্যায়ের মাদ্রাসার অধ্যক্ষরা যোগদান করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, সরকারি নির্দেশে মাদ্রাসা বোর্ড ওই উদ্যোগ নিয়েছে। আগামীকাল শিক্ষাবিদদের সুপারিশ নিয়ে বোর্ডে আরেক সভায় বিষয়টি চূড়ান্ত হবে। ওই কর্মকর্তা জানান, ২০১১ নয়, সরকার চাচ্ছে ২০১০ সালেই নবম ও একাদশ বিষয়টি চালু হোক। এতে ২০১২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তিতে সৃষ্ট জটিলতা দূর হওয়ার পাশাপাশি সমতা আসবে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি বিভাগে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তিতে বিধিনিষেধকারী শর্ত আরোপের কারণে আদালতের নির্দেশে 'খ' ও 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। দাখিল ও আলিমে বাংলা-ইংরেজিতে ১০০ নম্বরের কোর্স পড়ার কারণে ওই ৮টি বিভাগ মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তির পথ রুদ্ধ করার মতো শর্ত আরোপ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষার্থীরা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে। আইনি লড়াই ছাড়াও মাদ্রাসা ছাত্ররা ক্যাম্পাসে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এমনকি উপাচার্যের কার্যালয় ভাংচুরসহ ধর্মঘট ডাকার মতো কর্মসূচিও ডেকেছে ছাত্ররা। এ অবস্থায় মাদ্রাসা বোর্ডের কোর্স : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

কোর্স : দাখিল

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সিদ্ধান্ত এবং সরকারি উদ্যোগকে ইতিবাচক বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সদরুল আমিন। জানা গেছে, এর আগে ১৭ ডিসেম্বর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের (সিইএসডিপি) একটি বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ১৮ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আরেকটি সভায়ও একই বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ২০১০ সালে ওই দুই বিষয়ে ২০০ নম্বরের কোর্স চালুর পরিকল্পনা থাকলেও সিলেবাস প্রণয়ন ও প্রস্তুতির অভাবে তা চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। জানা গেছে, সিলেবাস প্রণয়নের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। ২০১১ সালে দাখিল ও আলিম পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা দুইশ' নম্বরের বাংলা এবং ইংরেজি পরীক্ষায় অংশ নেবে। এ বিষয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ ও সময়োপযোগী করতেই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

গত কয়েক বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও ইংরেজি বিভাগে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয় না। গত বছর গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে একই শর্তারোপ করা হয়। ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি নির্দেশিকায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অর্থনীতি, উইম্যান এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ এবং ভাষাতত্ত্ব ও লোকপ্রশাসন বিভাগে নতুন করে শর্তারোপ করা হয়। এছাড়া পটুয়াখালীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বিভাগে ভর্তির বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বাংলা এবং ইংরেজি বিভাগে ২০০ নম্বরের শর্ত দেয়া হয়। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তির দরজা বন্ধ হয়ে যায়।